দ্রুত জকসু নীতিমালা ও নির্বাচনের দাবি জবি ছাত্রফ্রন্টের

জবি প্রতিনিধি

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
০৩:৩৮

শেয়ার

অ +

অ -

দ্রুত জকসু নীতিমালা ও নির্বাচন, ইউজিসি কৌশলপত্র ও সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিল, অনিয়ম ও হয়রানি বন্ধে ডিজিটালাইজড সিস্টেম চালুসহ ১৯ দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট।

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের সামনে এ সম্মেলন করে সংগঠনটি। এসময় তারা উপাচার্য বরাবর তাদের দাবিনামা উপস্থাপনের কথা জানান।

তাদের দাবিগুলো হলো -বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে দ্রুত জকসু নীতিমালা সংযোজনসহ শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন দিতে হবে।

ভর্তুকি দিয়ে ২০ টাকায় দুপুর ও রাতের খাবারসহ ক্যাফেটেরিয়া উন্নয়ন করতে হবে।

২০২৬ সালের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে আবাসন এবং এর আগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আবাসন ভাতা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণায় বাজেট বৃদ্ধি, গবেষণা সুযোগ সম্প্রসারণ, তহবিল নিশ্চিত ও মানসম্মত প্রকাশনায় আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে গবেষণা অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার, লিখিত পরীক্ষা, ডেমো ক্লাস ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

মেডিক্যাল সেন্টার এবং কাউন্সিলিং সেন্টারে ২৪ ঘণ্টা মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসামগ্রী বাড়াতে হবে। ইউজিসির কৌশলপত্র বাতিল, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ ও সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিল করতে হবে। প্রতিটি বিভাগে আধুনিক ল্যাব, শিক্ষাসুবিধা ও উন্নত ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। যৌন নিপীড়ন সেল কার্যকর ও অপরাধীদের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেন ও দুর্নীতি শ্বেতপত্র শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। রেজিস্ট্রার ভবন, আইটি সেল, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসহ প্রশাসনিক বিভাগে সরল অনিয়ম ও হয়রানি বন্ধে ডিজিটালাইজড সিস্টেম চালু করতে হবে। ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস চালু করতে হবে।

শহীদ সাজিদ ভবনে পর্যাপ্ত লিফট এবং নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত ওয়াশরুম নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ২৪ ঘণ্টা খোলা রেখে আধুনিকীকরণ করতে হবে।

ক্যাম্পাসে বাসের সংখ্যা ও শাটল বাসের রুট বৃদ্ধি করতে হবে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। ক্যাম্পাসের পরিবেশ উন্নত করতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গণহত্যার প্রেক্ষিতে যথাযথ

প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পার্টটাইম কাজের সুযোগ এবং Graduate Teaching Assistant নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

সম্মেলন শেষে শাখা ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি ইভান তাহসীভ বলেন, বর্তমানে আমরা খুবই ভয়াবহ ও সংকটপূর্ণ সময় পার করছি। মানুষের নিরাপত্তা ও একাধিক ধর্ষণের বিচারের দাবিতে বিভিন্ন ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্ররা রাস্তায় নামছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিও উঠছে। আমরা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানাই।